দৈনিক সংবাদ

APR. 05 2002

তারিখ ... ... ... ... ... ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ......

সংবাদ ঢাকা ঃ শুক্রবার ২২শে চৈত্র ১৪০৮ ◆Dhaka : Friday 5 April 2002

# বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তি ঃ সম্ভাবনা ও সমস্যা

মুহাম্মদ ইউনূস

[গত ১ এপ্রিল বাংলাদেশ বিজ্ঞান লেখক ও সাংবাদিক ফোরাম আয়োজিত সেমিনারে পঠিত]

দু'টি আনকোরা নতুন প্রযুক্তি এমন সম্ভাবনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে যে, এরা সারা দুনিয়াকে অতি দ্রুত পালটে দেবে। বিংশ শতাব্দীর ধ্যান-ধারণা, নীতিকাঠামো, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, রাষ্ট্র ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ধরন, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সবকিছু একবিংশ শতাব্দীতে এসে একটা নাটকীয় পরিবর্তনের মুখে এসে পড়েছে এই দুই প্রযুক্তির কারণে। এই দুই প্রযুক্তিই এমন যে- এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন খুব ব্যাপক গতিতে সম্ভব। এই দুই প্রযুক্তি হলো- তথ্য প্রযুক্তি এবং জৈব প্রযুক্তি। আমরা শুধু বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে আলাপ করব।

## মধ্যস্বত্বভোগীদের বাদ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

তথ্যপ্রযুক্তির বড় বৈশিষ্ট্যগুলো হলো- এটা প্রচণ্ড একটা শক্তিশালী প্রযুক্তি হওয়া সত্ত্বেও এটাকে সাধারণ মানুষের ব্যবহারে এবং নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা যায়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজে মানুষ দূরত্বকে জয় করতে পারছে। তাৎক্ষণিকভাবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে শব্দ, ছবি এবং লেখার আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে দূরত্ব বলে আর কিছু থাকছে না। এই প্রযুক্তি মানুষে মানুষে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। এর ফলে অন্যের মাধ্যমে আদান-প্রদান, ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একজনের কথা পৃথিবীর সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এর মধ্যে। পৃথিবীর যেকোন স্থানে যেকোন বিষয়ে শব্দ, ছবি, লেখা এই প্রযুক্তির আওতায় রেখে দিলে যেকোন লোক সে লেখা, তথ্য, বক্তব্য, শব্দ, ছবি তাৎক্ষণিকভাবে খুঁজে বের করে নিতে পারছে। এই প্রযুক্তি- অসীম সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি। ব্যক্তিগত জীবন এবং সমষ্টিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ সম্ভব। এটা এমন এক প্রযুক্তি- পৃথিবীর যেকোন দেশের যেকোন মানুষ এটা আয়ত্ত করতে পারে এবং এতে অবদান রাখতে পারে। এটা এমন নয়, যে উপযুক্ত গবেষণাগারের অভাবে গরিব দেশের মানুষ বিজ্ঞানের এই বিশেষ ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারবে না। অথবা গবেষণা এমন ব্যয়বহুল নয় যে, এ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গরীব দেশের মানুষ গবেষণায় হাত দিতে পারবে না। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন ধরনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। এর দ্বারা সৃষ্ট নতুন কর্মসম্ভাবনাগুলোর অনেক গরিব দেশের জন্য, বিশেষ করে গরিব দেশের গরিব মানুষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এর মাধ্যমে সৃষ্ট কাজ করার জন্য কাউকে শহরের দিকে ছুটতে হবে না। যিনি যেখানে আছেন সেখানে বসেই এই প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন ধরনের উপার্জনশীল কাজে শরিক হতে পারবেন। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে লেখাপড়া না-জানা লোকের জন্যও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে কোন বাধা নেই।

আমাদের কারো বুঝতে কষ্ট হয় না- কেন বাংলাদেশের মতো দেশের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি তথ্যপ্রযুক্তি একটা বড় রকম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে। ভারত এ কাজে এগিয়ে গেছে। শুধু সফটওয়্যার রপ্তানি করেই ভারতের মোট রপ্তানি বাণিজ্যে একটা বিরাট সংযোজন করতে পারছে। ভারতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে সফটওয়্যার শিল্প খুব দ্রুত পোশাক শিল্পের আয়কে ছাড়িয়ে যাবার মতো শিল্প হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ সফটওয়্যার রপ্তানিকারক হিসেবে নিজের পরিচিতি এখনো আমেরিকার বাজারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। যেসব সমস্যার কারণে এই পরিচিতি লাভ সম্ভব হচ্ছে না সেগুলো অবিলম্বে চিহ্নিত করা এবং মোকাবিলা করার উদ্যোগ নেয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। সফটওয়্যার শিল্পের ভিত্তিটি সৃষ্টি করাই এখন আমাদের প্রথম কাজ হবে। যারা এ শিল্পে এগিয়ে এসেছেন তাদের নিয়ে বসা দরকার- কি কি পদক্ষেপ নিলে তারা তাদের কর্মকাণ্ড সম্প্রসারিত করতে পারবেন, অন্যরাও এক্ষেত্রে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারবেন, সেটা চিহ্নিত করা অতি জরুরি। সরকারের পক্ষ থেকে একটা ক্ষোভ প্রায় শোনা যায়- যারা সফটওয়্যার রপ্তানি করছেন তারা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আনছেন না, তাদের আয় তারা বিদেশেই রেখে দিচ্ছেন, তারা আয়কর দিচ্ছেন না। অবশ্যই সরকারকে এটা নিয়ে ভাবতে হবে; কিন্তু সে ভাবনার প্রকাশ যেন এমনভাবে না হয়- যে এটাকে সফটওয়্যার শিল্পের প্রতি সরকারের অবজ্ঞা, অনীহা কিংবা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বলে প্রতীয়মান হয়। সরকার তার উৎসাহ, সমর্থন বজায় শুধু নয়; বরং ক্রমাগতভাবে বাড়াতে থাকবে এবং একই সঙ্গে সমস্যাগুলোর সমাধানের চেষ্টা নিতে থাকবে। ভারতে যে নিয়মে, যে আইন কাঠামোতে সফটওয়্যার রপ্তানি হচ্ছে, রপ্তানিলব্ধ আয় দেশে আনা নিশ্চিত করা হচ্ছে- সেটা আমরা প্রয়োগ করতে পারছে না কেন? তারা যদি এ সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে পেয়ে থাকে- তাহলে সেগুলো অনুসরণ করলেই চলছে- বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের উপার্জনকে হুন্ডি থেকে বাঁচিয়ে ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এনে বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়ানোর জন্য।

## রপ্তানি বাণিজ্যে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে তথ্যপ্রযুক্তি

রপ্তানি বাণিজ্যের ক্রমাগত সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ব্যবসা করার জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানায়- অনেকে সে আহ্বানে সাড়া দেবে। একাধিক প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেয়া যায়, যাতে করে যেসব প্রতিষ্ঠান অনুমতি পেল তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় কার আগে কে এই ক্যাবল বসিয়ে আগে ব্যবসা দখল করে নিতে পারে। ভারতে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন বেসরকারি খাতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

রাঙ্গুনিয়া EPZ গত দু'বছর ধরে সরকারের কাছে ধর্না দিয়ে বেড়াচ্ছে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের জন্য। সরকার মোটেই এদিকে দৃষ্টিপাত করতে রাজি নন। কারণ হিসেবে একটা ব্যাখ্যা শুনলাম, যেহেতু বিটিটিবি নিজেই সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনে আগ্রহী, কাজেই তারা আর কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দে... সরকারের কতটুকু লা... সরকারি মনোপলির ... ক্যাবলের সার্ভিস ব্যব... হবে- সেটা যে কেউ ত...

সম্প্রতি আবার প... যে কোম্পানিকে স... দেয়ার জন্য মনস্থি... নিজেই আভ্যন্তরীণ ... সরকারি প্রকল্প বাস্ত... গেছে। আবারো প্র... আমরা চলতে থাকব... পেয়েও আমরা হেল... '৯০-এর দশকটা কর... আর কত দশক অ... অপেক্ষা করতে হবে?

## সুশিক্ষিত, সু... দ...

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্য... বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ... ...এর মূল ভিত্তি...

ব্যবসায় আগে ঢুকে পড়েছে সেগুলো থেকে বের হতে পারছে না। আবার নতুন করে ব্যবসা শুরু করতে যাবে কোন দুঃখে? বিশেষ করে এই ব্যবসা যদি এমন ব্যবসা হয় যেখানে দেশী- বিদেশী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে, এ বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ নেই। আমার ধারণা, সরকার যদি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন এবং এর ভিত্তিতে

সুন্দর... হয় ত... রেকর্ড... দিয়ে... ট্রান্সমি... ব্যবসা... নিত্য... সেগু...

আয়ে... বাংলা... স্বাক্ষর... বাণিজ্যে...

তথ... পর্যায়ে... এ জ... বিপুল... উদ্যোগ... এগিয়ে... সরকার... মান নি... নীতিমা... করেছে, সকল... গাইডলা...

## সন্ত্রাসীরা মুক্তিযোদ্ধার কাছে চাঁদা দাবি করেছে

ঝিনাইদহ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মুক্তিযোদ্ধা পরিমল চক্রবর্তীর কাছে সন্ত্রাসীরা ৭ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করেছে।

লিখিত অভিযোগে জানা গেছে, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার করাতিপাড়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা পরিমল চক্রবর্তীর কাছে সম্প্রতি করাতিপাড়ার বুড়ো ... জিয়া এবং নৈহাটি গ্রামের ভ্যানচালক নুরু মণ্ডলসহ কয়েকজন সন্ত্রাসী ... হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সন্ত্রাসীরা পরিমল চক্রবর্তীর ওপর চড়াও হয়ে মারধর করতে উদ্যত হয় এবং হত্যার হুমকি দেয়। হইচই শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসলে সন্ত্রাসীরা দৌড়ে পালিয়ে যায়।